صلوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البخاري

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখ
ঠিক সেভাবে সালাত আদায় কর।”
(বুখারী: ৫৯৫)

Sisters’Forum In Islam

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

সালাত

ছালাত’

-এর আভিধানিক অর্থ দো‘আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃঃ ১৬৮১

পারিভাষিক অর্থ: ‘শরী‘আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘ছালাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’। আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০।

সালাতের শর্ত :

সালাতের শর্ত অর্থাৎ যে কাজগুলো ছাড়া সালাত গ্রহন হবে না। যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে। ইচ্ছে করে বাদ গেলে সালাত হবে না। অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে সেটি সংশোধন করে সহু সাজদাহ দিতে হবে।

সালাতের শর্তের মাঝে আহকাম ও আরকান দুই ভাগ করা হয়েছে,যা সালাত শুরু পূর্বে ও সালাত শুরুর সময় ।

১। ইসলাম গ্রহণ

২। বুঝার বয়সে উপনীত হওয়া

৩। হুঁশ-জ্ঞান থাকা

অবিশ্বাসীদের কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তারা জমিনভর স্বর্ণ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. (الفرقان : ২৩)

‘আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করব।’ (সূরা আল-ফুরকান : ২৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত, তাদের কোন গুনাহ লিখা হয় না।

ক- ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত।

খ- পাগল সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

গ- ছোট বাচ্চা বড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (তিরমিযি: ১৩৪৩)

ক) সালাতের আহকাম সমূহঃ

আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। এগুলো হলো সালাতের বাইরের ফরয সালাতের শর্তসমূহকে আহকাম বলা হয়ে থাকে। সালাতের আহকাম সাতটিঃ

১. শরীর পাক (গোসল ফরয হলে আগে গোসল করে নিতে হবে, অযু করা),
২. পোশাক পাক,
৩. জায়গা পাক,
৪. সময় হওয়া (ওয়াক্ত হওয়া)
৫. সতর ঢাকা, (পুরুষের সতর নাভি হতে হাটুর নীচ। মেয়েদের ক্ষেত্রে মুখ-মন্ডল ও দু-হাতের কবজি ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখাই সতর। গায়ের মাহরাম লোকের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবে।
৬. কিবলামুখী হওয়া,
৭. নিয়ত করা।

সতরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে; গোপন করা বা ঢেকে রাখা। যে অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা আবশ্যক, সেগুলোকে "আওরাত" বলা হয়। আর সমষ্টিগত ভাবে ঢেকে রাখার এই কর্মকে "সতরে আওরাত" (অর্থাৎ গোপনীয় অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা) বলা হয়।

সালাতের সময়ের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

ফযরের সালাতের সময় : সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যোহরের ওয়াক্ত : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

আছরের সালাতের সময় : প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া থেকে আরম্ভ করে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

মাগরিবের সময় : সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

ইশার সালাতের সময় : লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

সালাতের রুকন:(আরকান সমূহ)

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা রুকন ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। আর ভুলে বাদ পড়লে, বাদ পড়া রুকন আদায় করে,সালাত শেষে সালামের আগে বা পরে সাহু সিজদা দিতে হয়।

খ) সালাতের রুকন:(আরকান সমূহ)

একবচনে রুকন ও বহুবচনে আরকান। এগুলো হলো নামাযের ভেতরের ফরয। এর সংখ্যা নিয়েও আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের রুকন ১০টি

১. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় (ফরয সালাতে সক্ষম অবস্থায়)
২. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর-আল্লাহু আকবার)
৩. সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাআতে)
৪. রুকু করা এবং রুকু থেকে উঠা।
৫. সিজদা এবং সিজদা থেকে উঠা।
৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।
৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।
৮. রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।
৯. রুকন আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (অর্থাৎ ক্রমধারা অনুযায়ী একের পর এক রুকনগুলো আদায় করা)
১০. সালাম ফেরানো (ডানে ও বামে)।

ইচ্ছা করে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় সালাত শেষে সালামের আগে বা পরে সেজদা সাহুর মাধ্যমে ক্ষতি পুরণ দিবে।

সালাতের ওয়াজিবসমূহঃ

নামাযের ওয়াজিব আটটি, সেগুলো হচ্ছে-

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য তাকবীরগুলো বলা।
২। ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদা’ (যারা আল্লাহর প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তাদের প্রশংসা শুনেছেন) বলা।
৩। ‘রাব্বা-না লাকাল হামদ’ (হে আমাদের রব্ব! প্রশংসা আপনারই জন্য) বলা।
৪। রুকুতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বিআল আযিম’ (পবিত্রতা আমার সুমহান রব্বের জন্য) বলা।
৫। সেজদাতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বিআল আ’লা’ (পবিত্রতা আমার সুউচ্চ রব্বের জন্য) বলা।
৬। দুই সেজদার মাঝখানে ‘রাব্বিগ ফির লি’ (হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন) বলা।
৭। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।
৮। প্রথম বৈঠক।

Sisters’Forum In Islam

সালাতে নারীর সতরঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»» لا يقبل الله صلاة حائض - يعني: من بلغت الحيض - إلا بخمار

“হায়েযা (ঋতুমতী) নারীর সালাত খিমার ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না”। তিরমিযী ৩৭৭; আবু দাউদঃ ৬৪১; ইবন মাজাহঃ ৬৫৫; আহমদ (৬/২৫৯) অর্থাৎ ঋতু আরম্ভ হয়েছে এমন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সালাত। খিমার দ্বারা উদ্দেশ্য মাথা ও গর্দান আচ্ছাদনকারী কাপড়।

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, নারী কি জামা ও খিমারে সালাত পড়তে পারে নিচের কাপড় ছাড়া? তিনি বলেন: »» إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

“যদি জামা পর্যাপ্ত হয় যা তার পায়ের পাতা ঢেকে নেয়”। আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪০; মালিক, হাদীস নং ৩২৬ খিমার ও জামা দ্বারাই সালাত বিশুদ্ধ।

এ দু’টি হাদীস প্রমাণ করে যে, সালাতে নারীর মাথা ও গর্দান ঢেকে রাখা জরুরি, যা আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীসের দাবি। তার পায়ের বহিরাংশ (পাতা) পর্যন্ত শরীরের অংশও ঢেকে রাখা জরুরি, যা উম্মে সালামার হাদীসের দাবি। যদি পর-পুরুষ না দেখে চেহারা উন্মুক্ত রাখা বৈধ, এ ব্যাপারে সকল আহলে ইলম একমত।

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তাআলা খিমার পরিধান করা ব্যতীত কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর নামায কবুল করেন না।”[সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি, আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] মহিলাদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কব্জির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে নামায হয় না। কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও ঢেকে নেওয়া কর্তব্য। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৬/১৩৮, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্,ৎ

সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৮৮, কিদারেমী, সুনান ৯৪পৃ:) অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে নিতে হবে।

ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকলেও নামায পড়তে পড়তে ঢাকা ফরয এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সেই নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৮৫)ঃ

খুমুরুন’(خُمُر শব্দটি خمارএর বহুবচন) যা খিমার শব্দের বহুবচন। খিমার বলতে সেই কাপড় বুঝায় যা দিয়ে নারী তার মাথা, বক্ষ ও গলা ঢেকে রাখতে পারে।[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

সালাতে পুরুষদের সতর

সালাতে পুরুষদের ন্যূনতম সতর হল, দু কাঁধ এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। অর্থাৎ সর্ব নিম্ন এতটুকু ঢাকা থাকা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।
অবশ্য কাঁধ ঢাকা শর্ত কি না এ ব্যাপারে সম্মানিত ফকিহদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে একাধিক বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সালাতে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতিয়মান হয়। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে:
আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় করলে সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের উপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে।” (সহীহ মুসলিম)

এ হাদিসদ্বয় থেকে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতিয়মান হয়। অবশ্য যে সকল ফকিহগণ কাঁধ ঢাকার বিষয়টিকে আবশ্যক মনে করে না তাদের মতে, কাঁধ ঢাকা সালাতের একটি সৌন্দর্য বা আদব মাত্র; এর বেশি নয়। যা হোক, একান্ত জরুরি পরিস্থিতির শিকার না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে দু কাঁধ খোলা রেখে সালাত আদায় করা ঠিক নয়।

সালাতের সুন্নাত সমূহ
এক: নামাযের বাচনিক সুন্নত
দুই: কর্মকেন্দ্রিক সুন্নতসমূহ

সালাতের বাচনিক সুন্নত ১১টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। তাকবীরে তাহরীমার পর সানা দু'আ বলা।('সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বি হামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গায়রুক' (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনার নাম মহিমান্বিত। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।)
২। আউযুবিল্লাহ পড়া।
৩। বিসমিল্লাহ পড়া।
৪। 'আমীন' বলা।
৫। সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পড়া।
৬। ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া।
৭। মোক্তাদি ছাড়া অন্যদের জন্য 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর এই দোয়াটি পড়া 'মিলআল সামাওয়াতি, ওয়া মিলআল আরযি, ওয়া মিলআ মা শি'তি বাদ' (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আসমান ভর্তি করে দেয়, যা জমিন ভর্তি করে দেয় এবং এগুলো ছাড়া অন্য যা কিছু আপনি চান সেটাকে ভর্তি করে দেয়)। [তবে, সঠিক মতানুযায়ী এ দোয়াটি পড়া মোক্তাদির জন্যেও সুন্নত]।
৮। রুকুর তাসবীহ একবার পড়ার পর অতিরিক্ত যতবার পড়া হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কিংবা আরও যত বেশি বার পড়া হোক না কেন?
৯। সেজদার তাসবীহ একবারের বেশি যতবার পড়া হোক।
১০। দুই সেজদার মাঝখানে একবারের বেশি যতবার 'রাব্বিগ ফির লি' পড়া যায়।
১১। শেষ বৈঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ পড়া এবং এরপর দোয়া করা।

সালাতের কর্মকেন্দ্রিক সুন্নতসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।
২। রুকুর সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।
৩। রুকু থেকে উঠার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।
৪। হাত উঠিয়ে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা।
৫। বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা।
৬। সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।
৭। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝখানে খালি রাখা।
৮। রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রেখে দুই হাত দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরা, পিঠ প্রসারিত রাখা এবং পিঠ ও মাথা এক বরাবরে রাখা।
৯। সেজদা অবস্থায় হাঁটুদ্বয় ছাড়া সেজদার অন্য অঙ্গগুলোকে ভূমির সাথে সেঁটে রাখা।
১০। সাজদাতে দুই পার্শ্ব থেকে হাতের বাহুদ্বয়, দুই উরু থেকে পেট, দুই উরু থেকে পায়ের গোছা ফাঁকা করে রাখা। দুই হাঁটুর একটি অপরটি থেকে দূরে রাখা। দুই পা খাড়া করে রাখা। পায়ের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে ভূমির ওপর রাখা। দুই হাত কাঁধ বরাবর রেখে আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে জমিনের ওপর বিছিয়ে রাখা।
১১। দুই সেজদার মাঝখানে ও প্রথম বৈঠকের সময় পায়ের পাতার ওপর বসা। আর দ্বিতীয় বৈঠকের সময় পাছার ওপর বসা।
১২। দুই সেজদার মাঝখানে বসার সময় উরুর ওপর হাতের তালু বিছিয়ে রাখা, হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা। তাশাহুদের বৈঠকের সময়েও একই পদ্ধতিতে রাখা। তবে, তাশাহুদের সময় কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল গুটিয়ে রাখা, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙ্গুলি দিয়ে বৃত্তাকার আকৃতি তৈরী করা এবং তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে ‘আল্লাহকে স্মরণ’ করার সময় ইশারা করা।
১৩। সালাম দেয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরে তাকানো।

সালাত ভংগের কারন সমূহ

যে কাজ করলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। পরে এ সালাত আবার আদায় করতে হয়। আর তা হলো:

১. সালাতের শর্ত ভঙ্গকারী কোন কাজ করা। যেমন- পবিত্রতা নষ্ট হওয়া, সতর খুলে যাওয়া, সালাতে কিবলা পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি।
২. জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় সালাতের কোন রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া।
৩. স্মরণ থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।
৪. পাশের মুসল্লী বা অন্য কেউ শুনতে পায় এমন আওয়াজ করে হাসি দেওয়া।
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনকিছু খাওয়া বা পান করা।
৬. বিনা কারণে বার বার নড়াচড়া করা।
৭. কোন রুকন বাদ দেওয়া।
৮. সালাতের কোন রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করা।
৯. ইচ্ছা করে কোন রাকাআত অতিরিক্ত যোগ করা।
১০. ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে মুক্তাদির সালাম ফেরানো।
১১. সালাতের ভেতরেই সালাত ভঙ্গ করার নিয়ত করা।

রুকন-১ কিয়াম বা দাঁড়ানো
রুকন-২ তাকবীরে ইহরাম বা তাহরিমা (আল্লাহ আকবার)
রুকন-৩ সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাআতে)

সুন্নাহঃ দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো।
(তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় এবং আত্তাহিয়্যাতুর প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।) (বুখারী: ৬৯৯ ইফা.)।

কখন হাত তুলতে হয় বলতে হয়ঃ নিচের যেকোন এক সময় করা যায়-
ক। আগে হাত তুলে তারপর আল্লাহু আকবর বলা,
খ। একই সাথে দুটো কাজ করা,
গ। আল্লাহু আকবর বলার পর হাত তোলা

রাসূলুল্লাহ (স) হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিয়েছেন (বুখারী: ৭৩৭, ইফা ৭০১)।

দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি থাকত সিজদার স্থানে, আর বসার সময় তিনি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলির দিকে নজর রাখতেন (সুনানে নাসাঈ: ১২৭৫, ১১৬০)।

Sisters'Forum In Islam

ত্বাউস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাত বুকের উপর শক্ত করে ধরে রাখতেন।
আবুদাঊদ হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ।

হযরত হুলব আতত্বয়ী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন এবং তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وقال : حديث حسن. - জামে তিরমিযী ১/৩৪; ইবনে মাজাহ ৫৯

বাঁ হাতের পিঠ, কব্জি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখুন,

* সানা বা শুরুর দু‘আ পাঠ করুন। দু’আ উল ইস্তিফতাহ, এটা পড়া সুন্নাহ।
* বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -সুন্নাহ
বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।—সুন্নাহ
সূরা ফাতিহা পাঠ – রুকন
“আমীন” বলা- সুন্নাহ

Sisters’Forum In Islam

এরপর "আল্লাহ আকবার"(ওয়াজিব) বলতে বলতে রুকু করুন (রুকন)। তাকবীর বলতে হবে রুকুতে যেতে যেতে।(তাকবীর অফ মুভমেন্ট) এই তাকবীর বলা ওয়াজীব। রুকুতে যাওয়ার আগে হাত তোলা(রফে ইয়াদাইন) সুন্নাহ।

রাফউল ইয়াদায়েনের অর্থ দু'হাত উঁচু করা। এটি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পনের অন্যতম নিদর্শন।'

সালাত আদায়কালে চারটি সময়ে রাফউল ইয়াদায়েন করা অন্যতম সুন্নাহ।

(১)তাকবীরে তাহররীমার সময়

(২) রুকুতে যাওয়ার সময়

(৩) রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়

(৪) তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠক শেষে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়।

রুকু অবস্থায় দুহাত(হাতের তালু) দুহাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রেখে, হাতের আঙুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরতে হবে। দুবাহুকে ও দুহাতের কুনুইকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিতে হবে, পিঠ কোমর ও মাথা এমন ভাবে সোজা ও সমান্তরাল থাকবে যে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এ ভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে। এইক্ষেত্রে মাথা উপরের দিকে খাড়া বা বেশী নীচের দিকে নীচু হয়ে যাবে না। মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে।

এই সময় দৃষ্টি কোথায় রাখবে, রাসূল সা এই ব্যপারে নির্দিষ্ট করে বলে দেন নি। তবে স্কলারদের বক্তব্য দৃষ্টি থাকবে দাঁড়ানো জায়গা ও সাজদাহর জায়গার মাঝামাঝি অথবা দুই পায়ের মাঝামাঝি জায়গাতে(শায়েখ আলবানী রহ)।

রুকুর তাসবীহ سبحان ربي العظيم সুবহানা রব্বিয়াল আযীম একবার বলা ওয়াজিব। বেশী পড়া সুন্নাহ।

রুকু থেকে উঠার(রুকন) সময় বলতে হবে سمع الله لمن حمده সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদাহ (ওয়াজিব),
পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান ও বলা ربنا لك الحمد রব্বানা লাকাল হামদ(ওয়াজিব)।
রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা (রুকন) হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

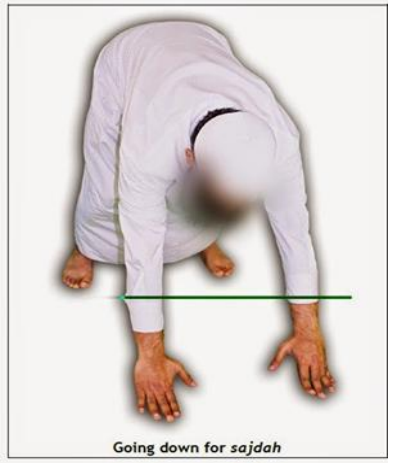

Sisters'Forum In Islam

দুহাতের পাতা দুকাঁধ বরাবর থাকবে।(এইভাবেও করা যায়

দুহাতের পাতা দু'কান বরাবর (এইভাবেও করা যায়)

এরপর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে শান্তভাবে সাজদা(রুকন) করবেন। সাজদা করার সময় প্রথম দুহাঁটু এরপর দুহাত অথবা প্রথম দুহাত এরপর দুহাঁটু মাটিতে রাখা- উভয় প্রকার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সাজদা অবস্থায় দুপা, দুহাঁটু, দুহাত, কপাল ও নাক মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। দুহাতের আঙুল মিলিত অবস্থায় সোজা কিবলামুখি থাকবে। দুহাতের পাতা দুকানের নিচে অথবা দুকাঁধের নিচে থাকবে। দুহাতের বাজু ও কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে এবং কোমর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাজদার সময়ে নাক মাটি থেকে উঠবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: "যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে, ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে, অনথ্যায় সালাত শুদ্ধ হবে না।" সুনানুদ দারাকুতনী ১/৩৪৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২২/১০৫।

ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ইরশাদ করেছেনঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা্ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই। সহিহ বুখারিঃ (৮০৯) (আ প্র ৭৬৭, ই ফা ৭৭৫) নামাজের অবস্থায় সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব। আর এই সাতটি অঙ্গ হলো: নাক সহ কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। কেউ যদি সিজদার সাতটি অঙ্গের মধ্যে থেকে কোন একটি অঙ্গ ব্যতীত বা ব্যতিরেকে সিজদা করে, তাহলে তারও নামাজ সঠিক হবে না।

সিজদার সময় দুই পায়ের মধ্যখানে ফাক না রেখে একত্রে মিশিয়ে পা দুটি খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৮৬)।

আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সিজদার সময় অংগসমূহ সঠিক রাখবে-কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিবে না।সহীহ মুসলিমঃ ৯৮৫

সাজদাহ অবস্থায় আশে পাশে জায়গা নিয়ে সমস্যা থাকলে হাতকে একটু ভিতরে হাটুর উপর বা ভিতরে নিয়ে আসতে পারেন,তবে কোন অবস্থাতেই মাটিতে হাত বিছিয়ে দিবে না।

তোমরা শুনে রেখ ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে এবং সিজদা অবস্থায় কিরাআত থেকে। রুকুতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সিজদায় তোমরা দু'আ করতে চেষ্টা কর। তোমাদের জন্য দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।" (সুনান নাসাঈ হ/১১২০-সহীহ)

সাজদাহর তাসবীহ سبحان ربي الأعلى সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা একবার বলা ওয়াজীব। বেশী পড়া সুন্নাহ। এরপর দু'আ করা, যেকোন দু'আ করা যাবে।

Sisters'Forum In Islam

ইফতিরাশ (দুই সাজদাহর মাঝে বসার অবস্থাকে বলা হয়) যা নিম্নরুপঃ
বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে পা সোজা রাখতে হবে। এই অবস্থাকে ইফতিরাশ বলা হয়। দু হাত দু উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখী থাকবে। এ সময়ে মাসনূন যিকর পাঠ করুন।

."আল্লাহ আকবার" বলতে বলতে সাজদা থেকে উঠে বসতে হবে এবং সম্পুর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অস্থি নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সালাত শুদ্ধ হতে হলে দুসাজদার মাঝে অবশ্যই স্থির হয়ে বসতে হবে।
আবূ দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাব.. মান না ইউকীমু সুলবাহু) ১/২২৪-২২৭ মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬৮, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩২২।

رَبِّ اغْفِرْ لِي দুই সাজদাহর মাঝে বসে একবার বলা ওয়াজিব।
রাসূলুল্লাহ সা. যতক্ষণ রুকু এবং সাজদায় থাকতেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু সাজদার মাঝে বসে প্রায় তত সময় কাটাতেন। বুখারী (১৬-কিতাব সিফাতিস সালাত, মুসলিম (৪-কিতাবুস সালাত, এখানে নারীর ক্ষেত্রে পা ঢাকা থাকবে।

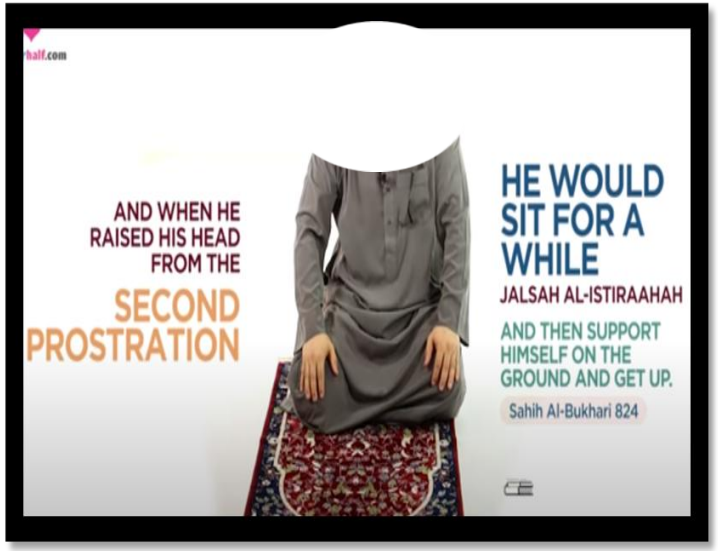

জালসা আল ইস্তিরাহাঃ দ্বিতীয় রাক'আতে উঠার আগে দুই সাজদাহর পর একটু বসা যেনো সকল অংগ প্রত্যংগ নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে পারে, এটা করা সুন্নাহ।

যে সালাতে মাত্র একবার তাশাহহুদ পড়া হয় সে বৈঠকে 'ইফতিরাশ করা, আর যে সালাতে দুই বার তাশাহহুদ পড়া হয় এমন সালাতের শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক' করা।

প্রথম বৈঠক ও ১ম তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

বসা অবস্থায় দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি অতিক্রম না করা। (নাসাঈ: ১২৭৫, ১৬৬০)

আত্তাহিয়্যাতু-এর প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখা। (মুসলিম:৪৯৮)

১ম পদ্ধতিঃ

বৈঠকে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুল দুটি গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধা ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে গোলাকার করে ধরে শাহাদাত বা তর্জনী অঙ্গুলি কাবামুখী করে ইশারা করা। (ইবনে মাজাহ: ৯১২)

২য় পদ্ধতিঃ

বাম হাত স্বাভাবিকভাবে বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে। ডান হাত ডান উরুর উপর থাকবে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি করে শাহাদাত আঙ্গুলী বা তর্জনী দিয়ে তাশাহহুদ ও দু'আর সময় কিবলার দিকে ইঙ্গিত করা সুন্নাত। চোখের দৃষ্টি ইঙ্গিতরত তর্জনীর দিকে থাকবে

শেষ বৈঠকে তাশাহুহুদ, দরুদ ও দু'আ পাঠ করতে হবে

শেষ বৈঠক ও এখানে তাশাহুহুদ পড়া রুকন। দরুদে ইবরাহীম সুন্নাহ দু'আ মুস্তাহাব

তাওয়ার্‌রুক হচ্ছেঃ

তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা'কে ডান পায়ের নীচে বের করে দিয়ে নিতম্ব জমিনে রেখে তাঁর উপর বসা এবং ডান পা'কে খাড়া রাখা।(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং (২৫৬)

বাম হাতের তালু দ্বারা হাঁটুকে আবৃত করে ধরতেন এবং এর উপর নির্ভর করতেন। মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ

নবী মুবাশ্‌শির ﷺবলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ(শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।"

দুআটি নিম্নরুপ:-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ|

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাবর, অআউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল, অআউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্‌য়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ ২/২৩৫

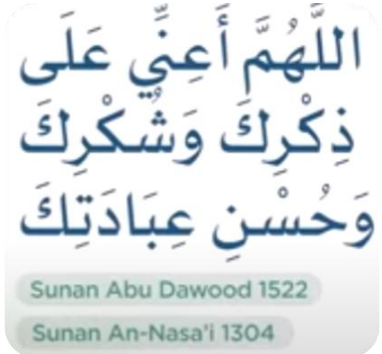

Sisters'Forum In Islam

সালাম (রুকন)

সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ"।
তিনি এতটা মুখ ফিরাতেন যে, (পেছন থেকে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরুপ বলে সালাম ফিরতেন। আর এতেও তাঁর বাম গালের শুভ্রতা (পেছন থেকে) দেখা যেত। (মুসলিম, সহীহ ৫৮২, আবূদাঊদ, সুনান ৯৯৬ নং, নাসাঈ, সুনান)

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, (সালাম ফিরার সময়) হাত নিজ উরুর উপর রাখবে। অতঃপর ডাইনে ও বামে (উপবিষ্ট) ভাই-এর প্রতি সালাম দেবে।" (মুসলিম, সহীহ ৪৩১, আহমাদ, মুসনাদ, সিরাজ, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ ৭৩৩ নং, ত্বাবারানীরানী, মু'জাম)

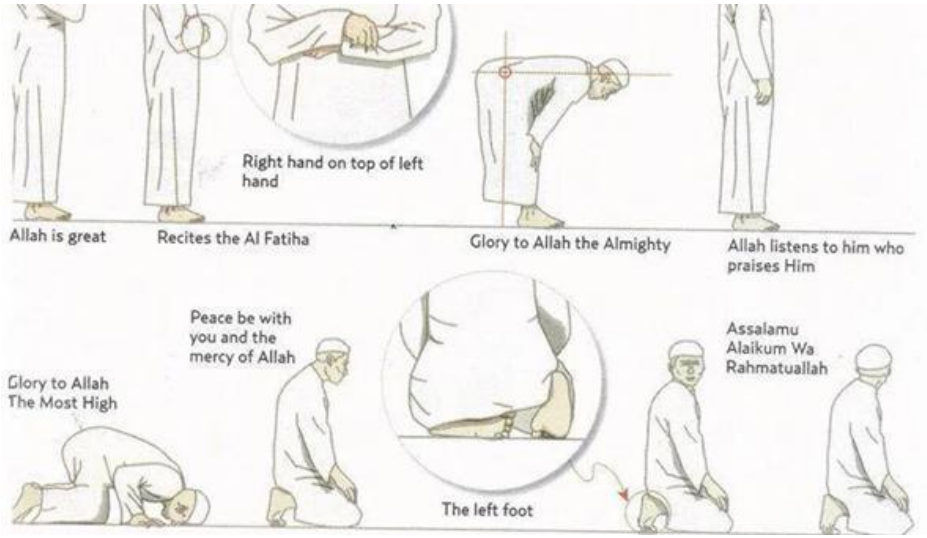

উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জামাআতের নামাযে নামাযী সালাম দেয় পাশের নামাযীকে। কিন্তু একা নামাযে সালাম দেওয়া হয় ফিরিশ্তাকে। পরন্তু পাশের নামাযী সালাম ফিরলে তার জওয়াব দিতে হয় না। কারণ, সে সময় সকলেই একে অপরকে সালাম দিয়ে থাকে। অতএব জওয়াব থাকে তাতেই। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/২৮৮-২৮৯)
যেরুপ সালাম ফেরার সময় হাতের ইশারা বৈধ নয়, তদ্রুপ বিধেয় নয় মাথা হিলানোও। (মুখালাফাত ফিত্বাহারাতি অসস্বালাহ্ ১৮৯পৃ:)

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ’লামিন

Sisters’Forum In Islam